Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 30th April. 1952 | ৪৯শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

নেতা কষা কষ্টি

যে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতু খাঁটি কিম্বা ভেজাল মিশ্রিত, তাহা নির্ণয় করা যায়, তাহাকে কষ্টি পাথর বা কষ্টি বলে। ভারতের অধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য এক শ্রেণীর ভারতবাসী নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে ভারতমাতার কি রকম ভক্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া নিজের বিশুদ্ধতা লোকচিত্তে এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই আদর্শ নেতা। ইঁহারাই কবির বাক্য—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—
কে বাঁচিতে চায়!"

প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতে স্বার্থ-ত্যাগী নেতৃবৃন্দ—তাঁহারা যে অকৃত্রিম দেশহিতৈষী এ প্রমাণ বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে সব নেতারা তাঁহাদের তথাকথিত ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ দেশ শাসনের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নেতা অপেক্ষা অভি-নেতাই বেশী। তাঁহারা অভিনয় করিয়াই লোক-চক্ষে ধূলি দিয়া ত্যাগীপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ন বস্ত্রহীন দেশবাসীর সম্মুখে বাদশাহী তক্ত উপভোগ করি-তেছেন। ইঁহাদের ত্যাগ দেখিয়া অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি বাক্য মনে পড়ে। সন্ন্যাসীরা নিজেদের ত্যাগী এবং গৃহীদের ভোগী বলিয়া বর্ণনা করেন। এক বিখ্যাত সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তৎকালীন 'বিজলী' পত্রিকার উনপঞ্চাশী স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছিলেন—আমরা তাঁহার সমস্ত লেখা অবিকল না দিতে পারিলেও তাহার মর্ম্মার্থ স্মরণ করিয়া লিখিতেছি।

"শুভ্র বর্ণের শতগ্রন্থি বসন পরিধান করিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, নিজের স্ত্রীপুত্র ছাড়া, বিধবা পিতৃষসা, বিধবা ভগ্নী, মাতৃ-পিতৃহীন ভাগীনেয়, ভাগীনেয়ী, প্রভৃতি পরিবেষ্টিত সংসারের অন্ন সংস্থান করার নাম ভোগ। আর এই সকল দুঃখী গৃহস্থের এবম্প্রকারে উপার্জ্জিত অর্থ বচনের জোরে কোন প্রকারে হস্তগত করিয়া, সেই অর্থের দ্বারা লব্ধ সিল্কের গেরুয়া, মূল্যবান সুদৃশ্য উপানহ পরিধান করিয়া বিলাতী সিগারেট, চুরুটের ধূমপান করতঃ দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, রাবড়ি, মাখন, ছানা প্রভৃতি গব্য-রস, যে সময়ের যে মূল্যবান ফল, কিসমিস, বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি সুখসেব্য ফলাদি উপভোগ করার নাম ত্যাগ।" শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথের এই বাক্য আমাদের বর্ত্তমান ত্যাগী নেতৃবৃন্দেরও যেন স্বরূপ বর্ণন করিতেছে।

ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচনের অতীত দৃশ্যে স্বার্থ-ত্যাগী শাসকগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর বহর দেখিয়া মনে হইল—দেশের অনেক লোকই এই সব ত্যাগের মিষ্টতা উপভোগ লালসায়, পারুক আর নাই পারুক একবার নেড়ে চেড়ে দেখবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ফলে বোঝা গেল এঁদের গুণমুগ্ধ লোক দেশে থাকিলেও বিরোধীদলের সংখ্যা বড় কম নয়। পশ্চিম বাঙলায় সাত সাতটী জাঁদরেল মন্ত্রীর বিরোধিতা করিয়া, তাঁহাদের ভূপতিত করিতেও সমর্থ হইয়াছে। এঁদের মধ্যে যিনি ২১০০০ হাজার ভোটে পরাজিত হইয়া পরাজয়ে পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিও তাঁহার অন্য এক সহকর্ম্মী অন্য দরজা দিয়া দরবারে পুনরাগমনের সুযোগ ছাড়িতে পারিতেছেন না। এঁদেরই দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ সার্থক। দেশের লোকে এঁদের চায় না, তবুও কর্ত্তা ভজিয়া ভজন কার্য্যে আত্মদান ধর্ম্ম ত্যাগ করা কঠিন। এঁরাই ঠিক বুঝিয়াছেন—

"লোকে বলে ছাড়ো ছাড়ো,
ছাড়তে কি তাই পারা যায়।
ছাড়ার কথা মনে হ'লে
আত্মারাম যে খাপি খায়।
দুটি কর দিয়ে মাথে
প্রাণ সঁপেছি হাতে হাতে
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে,
কালি ঘাটের কুকুর হয়।"

নেতা কষা কষ্টিতে এঁদের কষা হ'য়েছে, তবুও পোদ্দার এদের চালাবেই।

সর্ব্ববাদীসম্মত খাঁটি নেতা

যখন নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় জহরলালজী বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, যে তাঁহারা অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন, তবুও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কৃপালনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি কংগ্রেসী শাসনের ভালোটা না দেখিয়া মন্দটাই প্রচার করিতেছেন। ঠিক সেই সময়ে ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, যিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রদূত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাঁহার পক্ষেও কংগ্রেসী রামরাজ্যের গুণকীর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই।

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—"অনশনক্লিষ্ট মানুষ লইয়া বড় জাতি গঠন করা যায় না। অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সমস্যা কতদূর মিটাইতে সক্ষম হইয়া-ছেন তাহা দ্বারাই জনসাধারণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে বিচার করিবে। অভাব, অনটন, বেকার সমস্যা এবং ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য দেশের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট শুধু বচনেই ফসল বাড়াইবার ও ভূমি সংস্কারের কথাই বলিতেছেন। অথচ লোকে প্রত্যক্ষ দেখি-তেছে যে এখনও ৭০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ হইতে কিনিয়া আনা হইতেছে। ইউরোপের যে দেশগুলি যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল তাহারাও ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসি-য়াছে। আমাদের দেশে ইহা হয় না কেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সেই প্রশ্ন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরের বিপদ দেখিয়া শিখে, কিন্তু যে নির্ব্বোধ সে স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে।"

নির্ব্বাচনে রাষ্ট্রপতির, প্রধান মন্ত্রীর, অন্য রাষ্ট্রদূতের, আর সব হোমরা চোমড়ার প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গিয়াছে, উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বিরোধিতা করিবার লোক ভারতে মিলিল না। তিনি বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইলেন। নেতা কষা কষ্টিতে তিনি খাঁটি প্রমাণিত হইয়াছেন।

ডাকাতি

গত ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সাগরদীঘি থানার বন্যেশ্বর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে শ্রীরাখালচন্দ্র দাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহস্বামীকে ও তাহার পুত্রগণকে আক্রমণ করে। গৃহস্বামীর একটী পুত্র পিছন দরজা দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী বাবুরীগ্রামের সাদিমান মণ্ডল সাহেবকে খবর দেয়। খবর পাইয়াই মণ্ডল সাহেব বিশেষ তৎপরতার সহিত ১৭।১৮ জন লোক ও বন্দুকসহ ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং ডাকাতদের লক্ষ্য করিয়া ৬।৭ বার গুলি ছোড়েন। গুলির শব্দ পাইয়া তিন জন ডাকাত বাড়ীর মধ্যে আটকাইয়া পড়ে। তাহাদের ধরিতে গেলে দুই জন প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন করে এবং একজন পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরে পড়িয়া যাওয়ায় ধরা পড়ে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আমি সাগরদীঘি থানার জুগোর মৌজায় ২৮নং খতিয়ানে ১২১৪ দাগে ৪৪ শতক, ২৩ নং খতিয়ানে ৪৩১ দাগে ৩০ শতক, চক বলরী মৌজায় ১০১নং খতিয়ানে ৭২ দাগে ৪৫ শতক ও ৪০ নং দাগে ৬০ শতক, বড়গড়া মৌজায় ১২৮৬ নং খতিয়ানে ২৭৩৭ দাগে ৩৭ শতক মোট ২-১৬ জমি আমার পুত্র মৃত সাইফুদ্দিনের বেনামীতে খরিদ করিয়াছিলাম। আমার দ্বিতীয় পুত্র সাইফর রহমান বহরমপুর সব-জজ আদালতে ১৯৫১।১৬২ নং পার্টিসন মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে এবং নিজকে সাইফুদ্দিন ওরফে সাইফর রহমান মিথ্যা পরিচয় দিয়া ঐ জমি বিক্রয়ের চেষ্টায় আছে। তাহার নিকট জমি ক্রয় করিলে আমি বা আমার ওয়ারিশগণ দায়ী হইবে না। ক্রেতাগণ নিজ দায়িত্বে খরিদ করিবেন। ১৪ই বৈশাখ ১৩৫৯ সাল।

হাজী মহম্মদ সোলেমান
কড়াইয়া।

বিজ্ঞপ্তি—এতদ্দ্বারা "জঙ্গীপুর সেণ্ট্রাল কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক" এর আমানতকারী ও অংশীদারগণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের ১৯৫০-৫১ সালের "অডিট্" আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য হইতে ৭ই মে তারিখের মধ্যে আমার নিকট হিসাব মিলাইয়া লইতে অনুরোধ করি, অন্যথায় উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাবই চূড়ান্ত ও ঠিক বলিয়া গণ্য হইবে। স্বাঃ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ তরফদার,
জঙ্গীপুর মহকুমার সমবায়
বিভাগীয় পরিদর্শক। ৩০।৪।৫২

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই মে ১৯৫২

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৬১৯ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং বেলেষ্ট মুচি দিং দাবি ৩৯।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ৮১ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ১০৲ খং ১৪৩

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৫১৮ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং তিনকড়ি দাস দিং দাবি ৫৪৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১-৪৬ শতকের কাত নিজাংশে ৫।১০ আঃ ২৫৲ খং ৭৭৯

৬৭০ খাং ডিঃ মহেশপুর রাজ এষ্টেট দেং যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দাবি ২৬।৵৩ থানা সুতী মৌজে আমডোল ১-৫২ শতকের কাত নিজাংশে ২৮৵০ আঃ ১৪৲ খং ১৪২, ৫৬৮

৫৪২ খাং ডিঃ বিমলকুমার নাথ দিং দেং গৌরীশঙ্কর সিংহ দিং দাবি ১২৩৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর রঘুনাথগঞ্জ ৪০২ শতকের কাত ২০৸৵০ আঃ ২৫৲ খং ৬২৪ অধীনস্থ খং ৬২৫ ও ৬২৬ রায়ত স্থিতিবান

৬৬৬ খাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ নাথ দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ২০৸৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দফরপুর ৬৮ শতকের কাত ১৵৬ আঃ ৫৲ খং ৪৩৩ রায়ত স্থিতিবান

৬৭৮ খাং ডিঃ বিবি সায়েরা খাতুন দেং জটুলাল দাস দাবি ২২৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর ৫০ শতকের কাত ৷৵১৪ আঃ ৫৲ খং ৪১৫

৬৮১ খাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং শশিভূষণ মণ্ডল দিং দাবি ১৯৷৵৩ থানা সুতী মৌজে খিদিরপুর ২৭৫ শতকের কাত ষোল আনায় ১০৵১০ নিজাংশে ১৫৸৬ আঃ ১০৲

৬৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেন্দ্রনারায়ণ সরকার দিং দাবি ৩৫৸৵৬ থানা ঐ মৌজে জলঙ্গপাড়া ২১০ শতকের কাত ৪।৵১০ নিজাংশে ৷৵১০ আঃ ৫৲

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪২ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং গয়ানাথ পাঁড়ে দিং দাবি ২৪।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাজিতপুর ৭।০ বিঘার কাত ২৷৵১০ আঃ ২৫৲ খং ২৯৪, ২৯৫, ২৯৯

১৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ব্রজগোপাল বড়াল দাবি ১৬৷৵৯ থানা ঐ মৌজে দয়ারামপুর ১-৭১ শতক নিষ্কর জমির সেস ৵০ আঃ ১০৲ খং ৪০১

১৩৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৬৸৵৯ থানা ঐ মৌজে বিনোদীঘি ২-৫০ শতক নিষ্কর জমির সেস ২৵১৬। গণ্ডা আঃ ৮০৲ খং ৩৪৭

১১৪ খাং ডিঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দিং দেং কাশীনাথ সাহা দাবি ২০৸৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিবপুর ৫০ শতকের কাত ২৷৵০ আঃ ১০৲ খং ২৬২

১১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং আবুল হোসেন খাঁ দাবি ১৬৷৵০ মৌজাদি ঐ ৩০ শতকের কাত ১৮৵১০ আঃ ১০৲ খং ৪৬৬

১৩৪ খাং ডিঃ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় দিং দেং ছাটু মল্যান দাবি ১৮৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নিস্তা ১৭ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৬৩৯

১৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ছাটু মল্যান দিং দাবি ৯।৵৯ মৌজাদি ঐ ৩ শতকের কাত ।৵০ আঃ ৫৲ খং ৬৩৯

১৪৪ খাং ডিঃ রাজপতি কুণ্ডর দিং দেং কালিন্দ্রী সিংহ দাবি ১৭৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কিসমত গিরিয়া ৵৩ কাঠার কাত ১৷৷০ আঃ ৫৲ খং ১৪১
কোর্ফা স্বত্ব

১৪৩ খাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং এসারুদ্দিন সেখ দিং দাবি ৩৯৵৬ থানা সুতী মৌজে দেবীপুর ৮৫ শতকের কাত ৩৵৯ আঃ ১০৲ খং ১৯ রায়ত স্থিতিবা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই মে ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৩৮ খাং ডিঃ উমারাণী দেবী দেং গোপালচন্দ্র সাহা দিং দাবি ২৫৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকুরী ৪০ শতকের কাত ২৷৷০ আঃ ১০৲ থং ৩১৬ রায়ত কোর্ফা স্বত্ব ১৩২৫ সাল হইতে

৫৬ খাং ডিঃ আবদুল অহেদ মোল্লা দিং দেং হাসিমুদ্দিন মিস্ত্রী দাবি ২৪৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাজিতপুর ২০২ শতকের কাত ৫/৯ পাই আঃ ৫৲ থং ৩৬২

৮৪ খাং ডিঃ হরিদাসী বর্ম্মণ্যা দেং যদুনন্দন দাস দিং দাবি ৫০৩৷৬ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল দিং পত্তনী স্বত্ব বার্ষিক ১৫০৲ আঃ ২০০৲ পত্তনী মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মোকররী স্বত্ব ১। ৫২নং মহেন্দ্রপুর মৌজার থং ১৩৪ ২। ১১নং মহেশাইল মৌজার থং ১৬৬৫ ৩। ৫৩নং হাপানিয়া মৌজার থং ২৪৭

৪৩ খাং ডিঃ জগন্নাথ ঘোষ দিং দেং বিনোদচন্দ্র ঘোষ দিং দাবি ৩৫৲ থানা সুতী মৌজে আহিরণ ১২ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১০৲ থং ১৯৯

৭৫ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং নরেন্দ্রনাথ দত্ত দিং দাবি ৪৪৸৯ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ১৭৮ শতকের সেস ৸/১৫ নিষ্কর সেস ১/৩৸০ আঃ ৫৲ থং ১৭৫৯

৭৭ খাং ডিঃ ঐ দেং শশাঙ্কশেখর দত্ত দিং দাবি ২১৷৷/০ মৌজাদি ঐ ১৩৪ শতকের কাত ১/৭৷৷০ আঃ ৫৲ থং ১৬১০

৭৬ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং তৈয়ব আলি সেখ দিং দাবি ৫১৷৬ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৫১৩ শতকের কাত ৮৲ আঃ ২৫৲ থং ২৭৭

৮৬ খাং ডিঃ নেহালিয়া ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং আশুতোষ সিংহ চৌধুরী দিং দাবি ৩০৸৯ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ২৪৭ শতকের কাত ৪৷০ আঃ ৫৲ থং ২১৬৮

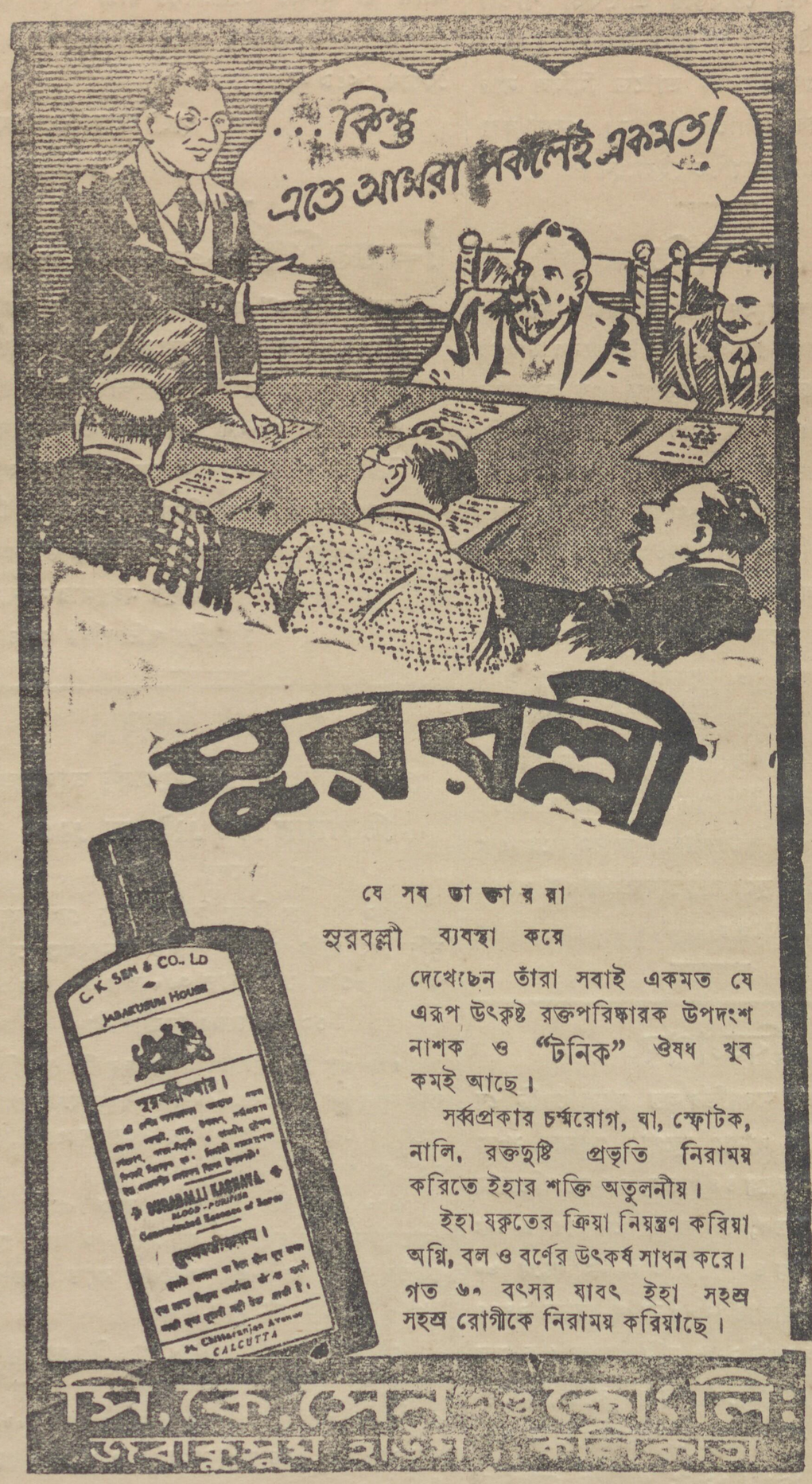

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে— শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত